দৈনিক সংবাদ

২৫৬

তারিখ ... APR. 27 2000 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১ .....

সংবাদ

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার ১৪ই বৈশাখ ১৪০৭
Dhaka : Thursday 27 April 2000

উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা

আজ থেকে সারাদেশে ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মোট ৫ লাখ পরীক্ষার্থী দেশব্যাপী ৯১২টি ও বিদেশে ৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেবে। অল্প দিন আগে অনুষ্ঠিত এসএসসি (মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট) পরীক্ষায় ব্যাপক নকল, দুর্নীতি, সহিংসতা ও সাতক্ষীরার কলারোয়ায় ৪ জন ছাত্র-শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যুর পটভূমিতে এইচএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে বলে শিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা যায়। তবু অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা পরীক্ষার্থী-অভিভাবকসহ সচেতন মহলকে উদ্বিগ্ন না করে পারে না। শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্তৃপক্ষের মতে এবার এইচএসসি পরীক্ষার সময় নকলের বিরুদ্ধে সারাদেশে সাঁড়াশি অভিযান চালানো হবে। নকল প্রতিরোধের জন্য তিন ধরনের পরিদর্শক টিম গঠন ছাড়াও পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা কার্যকর করা, প্রয়োজনে আধা সামরিক বাহিনী বা বিডিআর তলব এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে কেন্দ্র বাতিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সারাদেশে মোট ৯শ পরীক্ষা কেন্দ্রের অর্ধেকই নকলপ্রবণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২৫টি কেন্দ্র বাতিলও করা হয়েছে। দেশব্যাপী জেলা প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে কলেজ শিক্ষকদের নিয়ে প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য পরিদর্শক টিম গঠন করা হয়েছে। তারা পুরো ৩ ঘণ্টাই কেন্দ্রে থাকবেন বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ সচেতন মহলে কিছুটা হলেও আশার সঞ্চার করেছে। রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে একটি আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদনে বলা হয়েছে, আমাদের সন্তানদের প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাবলিক পরীক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই নকল ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। কেননা পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়ে যে সনদ পাওয়া যায় তা দিয়ে শিক্ষা ও মেধার পরিমাপ এবং জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ কোনটাই সম্ভব নয়। পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতির মাধ্যমে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সমাজ, পরিবার ও তার নিজের জীবনেও সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে একথাটি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। তাই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে এবং সমাজের অগণিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে পাবলিক পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি রোধ করা আমাদের সকলের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের এ আবেদনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কোন রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা ছাড়া নকলমুক্ত পরিবেশে এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হোক এটা সকলেই চায়। পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে ছাত্র, অভিভাবক, সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের সচেতন ব্যক্তিদের সাধ্যমত চেষ্টা চালাতে হবে। এব্যাপারে শিক্ষক-পরিদর্শকদেরও বিরাট ভূমিকা রয়েছে। পরীক্ষা কক্ষে নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক এবং পরিদর্শকদের ভূমিকাই প্রধান। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে নিরপেক্ষ, গঠনমূলক ও সাহসী ভূমিকা দ্বারা তারা পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা ও দুর্নীতি কঠোরভাবে দমন করবেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাদের কাছে এটাই প্রত্যাশা করে।

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপগুলো প্রশংসনীয় হলেও এগুলো কতখানি ফলপ্রসূ হবে তা এখনই বলার উপায় নেই। কেননা এধরনের পাবলিক পরীক্ষায় নকল ও হাঙ্গামার উৎস সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে ব্যাপকভিত্তিক কোন প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবু নকল প্রতিরোধ ও সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ যেন শেষ পর্যন্ত স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপে শিথিল হয়ে না পড়ে এ ব্যাপারে সজাগ হতে হবে। যদিও এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধি ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি দমনে গৃহীত উদ্যোগগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং শিক্ষক-অভিভাবকদের সদিচ্ছা ছাড়া বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। উল্লিখিত ব্যক্তিরা এক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন বলেই আমাদের প্রত্যাশা।